যুগান্তর

07 MAR 2017

পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

সুপরিচিত লেখকদের লেখা বাদ দিয়ে অন্যদের লেখা সংযোজনের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সোমবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব ও জাতীয় পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, সঙ্গে ছিলেন সৈয়দ মামুন মাহবুব।

রিটের পক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, রুওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের দাবির প্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বইয়ে বাংলা সাহিত্যের কিছু সুপরিচিত লেখকের লেখা বাদ দেয়া হয়েছে এবং কিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে গোলাম মোস্তফার 'প্রার্থনা', একই শ্রেণীর বাংলা বইয়ে হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতা, ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা চারুপাঠ থেকে এস ওয়াজেদ আলীর 'রাঁচি ভ্রমণ', সানাউল হকের কবিতা 'সভা', আনন্দ পাঠ থেকে সত্যেন সেনের গল্প 'লাল গরুটা', একই বই থেকে শরৎচন্দ্রের গল্প 'লালু' ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'রামায়ণ কাহিনী' বাদ দেয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে সবাই মিলে করি কাজ, তৃতীয় শ্রেণীতে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), চতুর্থ শ্রেণীতে খলিফা হযরত ওমর (রা.), পঞ্চম শ্রেণীতে বিদায় হজ্জ ও শহীদ তিতুমীর, ষষ্ঠ শ্রেণীতে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নীল নদ ও পিরামিডের দেশ', জসীমউদদীনের আসমানী কবিতা, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'সততার পুরস্কার', সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বইতে হাবিবুল্লাহ বাহারের মরুভাস্কর, কায়কোবাদের 'প্রার্থনা', কালিদাস রায়ের 'বাবরের মহত্ত্ব' এবং শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'বন্দনা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে এই পরিবর্তন আনয়নের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত সপ্তাহে পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ মমতাজ জাহান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে রিটটি দায়ের করেন। রিট আবেদনে বলা হয়; এসব বিষয় কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের সুপারিশক্রমে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কিছু সুপরিচিত লেখকের লেখা বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত লেখার অধিকাংশই ধর্মশিক্ষা বইতে রয়েছে। আবেদনকারীদের একজন মমতাজ জাহান সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৬ সালে হেফাজতে ইসলামের তালিকা অনুযায়ী ২৮ লাখ পাঠ্যবই ছাপা না হওয়ায় সেগুলো গুদামজাত করে রাখা হয় এবং প্রায় চার কোটি টাকা খরচ করে নতুন করে তাদের তালিকা অনুযায়ী পাঠ্যবই ছাপা হয়। এটা যখন জানতে পারি তখন আমার মনে হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকারের অস্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে গেছে। সরকারের দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষাবিদসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যাতে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বহাল থাকে এবং লাখ লাখ শিশু উদার-অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে উঠতে পারে—সেই চিন্তা থেকেই আমরা রিট আবেদনটি দায়ের করেছি।'